প্রথম আলো

তারিখ ... JUN 28 2006 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

টিআইবির জরিপ

নাটোরে প্রাথমিক শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বছরে ৫৫ লাখ টাকা ফি আদায় করেন

মুক্তার হোসেন, *নাটোর*

নাটোরে প্রাথমিক শিক্ষকরা বিভিন্ন অজুহাতে শতভাগ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ৯টি খাতে বছরে ৫৫ লাখ টাকা চাঁদা বা ফি আদায় করেন। টিআইবির গবেষণা জরিপে এ তথ্য জানা গেছে।

উপবৃত্তির আওতায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বছরে ১২ হাজার এবং যারা উপবৃত্তি পাচ্ছে তাদের কাছ থেকে বছরে ২৮ লাখ ২১ হাজার টাকা অবৈধভাবে নেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফরম পূরণ বাবদ প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে বাণিজ্য, মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে যথাক্রমে ১ হাজার ২৭০, ৮১৪ ও ৯৪৭ টাকা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে।

টিআইবি ও সিসিসি পরিচালিত জরিপ প্রতিবেদনটি গতকাল বুধবার টিআইবির নাটোর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এ সময় সিসিসির আহ্বায়ক ডা. জকির তালুকদার, অ্যাডভোকেট আবু আহ্সান টগর, রনেন চন্দ্র রায়, জেলা শিক্ষা পরিদর্শক ইব্রাহিম খলিল ও সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা মাহমুদ হাসান উপস্থিত ছিলেন।

টিআইবির সহযোগিতায় সচেতন নাগরিক কমিটি নাটোর সদর উপজেলার ১৫টি গ্রাম ও পৌরসভার ১০টি মহল্লা থেকে মোট ৫০০ স্থানে এ জরিপ পরিচালনা করে। গত বছরের ১ এপ্রিল থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত এ জরিপ চালানো হয়।

জরিপে দেখা যায়, সদর থানায় ১৬২টি সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এতে ৪৭ হাজার ৩৭১ জন ছাত্রছাত্রী ও ৩৮৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। এ হিসাবে ১২২ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য গড়ে মাত্র একজন শিক্ষক রয়েছেন।

সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ঘোষণা করলেও এ গবেষণায় দেখা গেছে, ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে মাসিক বেতন আদায় করা হয়েছে। সব শ্রেণীতে শতকরা ৯২ ভাগ ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষার ফি দিতে হয়। বিনামূল্যে বই সরবরাহের কথা থাকলেও প্রত্যেক ছাত্রকে ৮ থেকে ১২ টাকা করে ঘুষ দিতে হয়েছে। বিদ্যালয়ে মিলাদের জন্য সব শ্রেণীতে শতকরা ৪০ ভাগের বেশি ছাত্রছাত্রীকে টাকা দিতে হয়েছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, নাটোরে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে বছরে গড়ে মোট ১১৭ টাকা চাঁদা দিতে হয়েছে। যারা উপবৃত্তি পাচ্ছে তাদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগই সরকার নির্ধারিত টাকার চেয়ে মাসিক ১০০ টাকা কম পাচ্ছে।

জরিপে উত্তরদাতারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে বসার স্থান, খেলার মাঠ, পর্যাপ্ত টয়লেট ও খাবার পানির অভাবের কথা জানিয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে টিআইবি এ জরিপে ১৫টি সুপারিশ পেশ করেছে।

জরিপে বলা হয়েছে, সরকারি মাধ্যমিক স্কুলে বিভিন্ন ফি হিসেবে প্রত্যেক শিক্ষার্থী স্কুল কর্তৃপক্ষকে ৫৭০ থেকে ৬৭৯ টাকা দিচ্ছে। শতকরা ১১ ভাগ শিক্ষার্থী ভর্তি হতে ঘুষ দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে। এ ছাড়া ১১ ভাগ শিক্ষার্থী জানিয়েছে, তারা ভর্তির জন্য প্রভাবশালী আত্মীয়ের সাহায্য নিয়েছে। শতকরা ৫৫ ভাগ ছাত্রছাত্রী জানায়, স্কুলের শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট না পড়লে পরীক্ষায় কম নম্বর দেন। ৫৪ ভাগ ছাত্রী উপবৃত্তির টাকা কম পাওয়ার অভিযোগ করেছে।

সরকার প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবৈতনিক ঘোষণা করলেও নাটোর এলাকায় ষষ্ঠ শ্রেণীতে গড়ে ৪৭ ভাগ ছাত্রীকে ফি দিতে হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে ৩০ শতাংশ উত্তরদাতা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ৬০ ভাগ উত্তরদাতা মোটামুটি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ১০ শতাংশ উত্তরদাতা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শফিকুল হক টিআইবির জরিপ সম্পর্কে লিখিত মন্তব্যে জানান, জরিপে সব শিক্ষক, কর্মকর্তা ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির বিরুদ্ধে ঢালাও অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে কারও বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এলে তিনি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।